দৈনিক ইনকিলাব

JUL 25 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

হাজারও সমস্যার বেড়াজালে বন্দী গৌরবময় চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ

কামাল উদ্দীন জোয়ার্দার ॥ হাজার সমস্যার বেড়াজালে বন্দী গৌরবময় চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় সরকারী কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা হলেও কেবল চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজেই আজ পর্যন্ত তা চালু করা হয়নি। তিন যুগ ধরে কলেজটিতে স্নাতক শ্রেণী চালু থাকলেও আজ পর্যন্ত কলেজের বিজ্ঞান বিভাগকে সরকারী অনুদানভুক্ত করা হয়নি। যে কারণে উচ্চমাধ্যমিক কলেজ হিসেবে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে স্নাতক শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। কলেজটির বিজ্ঞান বিভাগকে স্নাতক শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ অনার্স কোর্স চালুর সরকারী ঘোষণা এখন জেলাবাসীর সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রেণীকক্ষ, হোস্টেল, আধুনিক বই পত্র, ক্যান্টিন, আসবাবপত্র, খেলাধুলার সরঞ্জাম বিনোদনসহ সুষ্ঠ ছাত্র রাজনীতির অভাব রয়েছে এই কলেজে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ ফেব্রুয়ারীর ওএম-৫৯সি-২/০১/১৯৯২/শি-২-এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বাংলাদেশ ঢাকা মহাপরিচালকের পক্ষে সহকারী পরিচালক, (কলেজ-২) মোঃ আবদুল হাই তালুকদার চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের মাধ্যমে তিনি এই কলেজের পদ সৃষ্টিসহ ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ওয়ারী সৃষ্টপদ এবং কর্মরত পদ বিন্যাস করে তালিকা প্রদানের অনুরোধ জানান। খুলনা বিভাগের ঐতিহ্যবাহী এই কলেজটি ১৯৬২ সালের ১ আগস্ট তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক এসএইচ খান মজলিসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৬৬ সালে কলেজটিতে স্নাতক শ্রেণী চালু হয়। ১৯৭৯ সালের ৭ মে কলেজটিকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসাবে সরকারীকরণ করা হয়। এর পর্যায়ক্রমে বিএ, বিকম স্নাতক শ্রেণীর স্বীকৃতি পায়। কিন্তু ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি কলেজের বিজ্ঞান অনুষদকে উচ্চ মাধ্যমিক হিসাবে যে স্বীকৃতি দেয়, তা আজও বহাল আছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ডিগ্রী পর্যায়ের পদ সৃষ্টি হয়নি। সরকারী অনুদান পেয়ে আসছে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসেবে। এই অনুদান দিয়ে স্নাতক শ্রেণীর ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বর্তমানে এই কলেজে প্রায় ২ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। কলেজটিতে ৫৭ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও কর্মরত আছেন মাত্র ৩৪ জন। বাকী ২৩টি পদই শূন্য রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ সরকারীকরণের সময় ৪৫টি সৃষ্টি করা হলেও এনাম কমিটি ১৯৮৩ সালে তা কমিয়ে ২৪-এ নিয়ে আসে। কিন্তু বর্তমানে এ পদে কর্মরত আছে ২৬ জন। এরমধ্যে ২ জন অনিয়মিতসহ ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে ৮ জন এবং ১০ জন অনিয়মিতসহ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছে ১৮ জন। স্নাতক শ্রেণীর প্রতি বিষয়ে ১ জন সহযোগী ও ১ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ২ জন প্রভাষকসহ মোট ৪ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও দর্শন, হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ ছাড়া অন্য বিষয়গুলোর কোনটিতেই ৪ জন শিক্ষক নেই। বর্তমানে কলেজটিতে ১ জন অধ্যক্ষ ও ১ জন উপাধ্যক্ষসহ বাংলায় ২ জন, ইংরেজীতে ২ জন, অর্থনীতিতে ২ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১ জন, দর্শনে ৪ জন, ইসলামের ইতিহাসে ৩ জন, ইতিহাসে ১ জন, হিসাব বিজ্ঞানে ৪ জন, ব্যবস্থাপনা বিভাগে ৪ জন শিক্ষক এবং লাইব্রেরিয়ান ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে ১ জন করে কর্মরত আছেন।